এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যাণ্ড এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস অফিসার্স
ওয়েস্ট বেঙ্গল -এর মুখপত্র

আলো

শতবর্ষে সুকান্ত

নভেম্বর - ডিসেম্বর ২০২৫

আলো সপ্তত্রিংশ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০২৫
এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যাণ্ড এন্ড ল্যান্ড রিফর্মস অফিসার্স,
ওয়েষ্ট বেঙ্গল-এর মুখপত্র

পত্রিকা উপসমিতি

প্রণব দত্ত, অরিন্দম বক্সী, চঞ্চল সমাজদার, দেবব্রত ঘোষ, শান্তনু গাঙ্গুলী
সৌমিক চৌধুরী, শুভ্রান্ত ঘটক, প্রণবেশ পুরকাইত

সম্পাদক

অম্লান দে

সূচীপত্র

১. সম্পাদকীয় ১

২. সিকি শতাব্দী পেরিয়ে

(উত্তর সম্পাদকীয়) ৩

৩.সংগঠন-এর সালতামামি, ২০২৫...কৃশানু দেব ৫

৪. শতবর্ষে সুকান্ত (প্রচ্ছদ কাহিনী)... সৌমিক চৌধুরী ৭

৫. শ্রম কোড: শ্রমজীবী মানুষের সমস্যা... প্রণবেশ পুরকাইত ১৩

৬. Service Matter [Leave : Part II]... Anjana Bhattacharyya. ১৭

৭. সমিতিগত তৎপরতা... ২১

৮. স্মরণ ৩২

প্রচ্ছদ: দেবব্রত মুখোপাধ্যায়
পৃষ্ঠ-প্রচ্ছদ: সঞ্জয় সেনগুপ্ত

সম্পাদকীয়

'সুস্পষ্ট চিনেছি নখ, হিংস্র থাবা লুকানো তোমার
জেনে গেছি যুদ্ধ মাঠে, হাতে নাও ধনুক ঘৃণার'...

নববর্ষের শুভেচ্ছাবার্তারা তখনও জীবন্ত, সহনাগরিক, সহকর্মী, আত্মীয়, বন্ধুদের পাঠানো নববর্ষের শুভেচ্ছা বার্তায় ২০২৬-এর সাফল্য, সুস্থতা, মসৃণতার কথা ছত্রেছত্রে। না, তাঁদের শুভেচ্ছা বার্তায় আন্তরিকতার অভাব ছিল না, বাস্তবিকতার অভাব ছিল। পৃথিবীর মানচিত্রকে পৈশাচিক উল্লাসে খামচে ধরে লগ্নিপুঁজির যে দৌরাত্ম তার শেষপর্যায় নগ্ন সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের মধ্যে দিয়েই হয়। এটিই সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষা। ভূ-রাজনৈতিক সম্পর্ক ও অর্থনীতির জটিল সমীকরণ প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হয়। যান্ত্রিক সভ্যতা এগিয়ে চলে শক্তির যোগানের মধ্যে দিয়ে। শক্তি প্রয়োজন অর্থনীতির প্রয়োজনে। আর শক্তির উৎস প্রাকৃতিক সম্পদে, খনিজ সম্পদে। শক্তিমান রাষ্ট্র অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাষ্ট্রের সেই সম্পদ ভাণ্ডার লুণ্ঠন আগেও করেছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়েও করেছে; কিন্তু দ্বিমেরু বিশ্বের সময়কালে তা অবাধ ছিল না। একমেরু বিশ্বের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে ওঠার পর পরিস্থিতি আরো পাল্টেছে। তৈল সম্পদে সমৃদ্ধ ভেনিজুয়েলা-র উপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যে নক্কারজনক আক্রমণ করে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে সস্ত্রীক বন্দী করে নিয়ে গেছে তার নজির বিশ্ব ইতিহাসে বিরল। ভেনিজুয়েলার তৈল সম্পদের জাতীয়করণ মার্কিন বহুজাতিকগুলোর তৈল সম্পদের লুণ্ঠনের ক্ষেত্রে বাধা স্বরূপ। পৃথিবীর গণতন্ত্রের পক্ষে এক অশনিসঙ্কেত এই আগ্রাসন। আগ্রাসনের রাজনীতি সুদূরপ্রসারী হবে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ, নেপালের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি এবং তৎপরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ এই দেশের সমাজ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে অবিশ্বাস-ও বিভাজনের ফাটলকে আরও প্রশস্ত করেছে, পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিচিত সত্ত্বার আগুনে চিহ্নিতকরণ ও আক্রমণের ঘটনা ঘটে চলেছে যা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। যা সুপকিল্পিত আর একটি ভূ-রাজনৈতিক কৌশলের বাস্তবায়ন।

'আগ্রাসন' একটি অস্ত্র, একটি ভয়। শাসক যখন বুঝতে পারে যে জনগণ থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে বা গেছে তখন উগ্রজাতীয়তাবাদ, বিভাজন এবং আগ্রাসন তার মূল হাতিয়ার হয়ে ওঠে। অলিগার্কিক ব্যবস্থাপনায় অন্যান্য রাষ্ট্রযন্ত্রকে সেই অস্ত্র ব্যবহারে সে বাধ্য করে সহযোগী হয়ে ওঠার জন্য। ব্যবস্থাপনা ন্যারাটিভ তৈরি করে, রঙ্গমঞ্চ তৈরি করে নাটক মঞ্চস্থ করে, কুশীলবদের দক্ষতার সাথে অভিনয়ের জন্য পুরস্কার থাকে। বিভাজনের এই খেলা শুধুমাত্র ভূ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়—তা নয়। বিভিন্ন আঙ্গিকেই হয়। অর্জন-এর লক্ষ্যে অবিচল থাকার সাথে সাথে অর্জিত অধিকারকে সুরক্ষিত রাখার এক বিশেষ সম্পর্ক আছে। তাই অর্জন কখনও খণ্ডিত হতে পারে না; খণ্ডিত অর্জন সাফল্য ও হতে পারে না। খণ্ডিত অর্জন পরিচিতি সত্ত্বার বিভাজনের প্রাচীরকে আরো উঁচু করে। সেই উঁচু প্রাচীর ঢেকে রাখার চেষ্টা করে অর্জিত অধিকারের হরণকে খণ্ডিত অর্জনের ঢক্কানিনাদে বিভ্রান্ত করে বিভাজিতের সংখ্যাকে আরো বৃদ্ধি করার, করলে সার্বিক ঐক্যকে

ধ্বংস করা যেতে পারে। তার ফলে কার লাভ আর কার ক্ষতি তা বুঝে নিতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। আর এই বিভাজনের খেলার বিরুদ্ধে যে কণ্ঠস্বরগুলি নির্ভীক তাদের কণ্ঠরোধের জন্য আগ্রাসনের তাসটি খেলা হয়। এটি নতুন কিছু নয়; পৃথিবীর ইতিহাসে এই খেলা বারবার হয়েছে, প্রথমার্ধে আসুরিক শক্তি এগিয়ে গেছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত হার মেনেছে। হিটলার, মুসোলিনী বিজয়ের জয়মাল্য অর্জন করতে পারেন নি, ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে তাঁদের স্থান হয়েছে; বৃটিশ সূর্য শেষ পর্যন্ত অস্তমিত হয়েছে, হ্যাঁ নিয়তির প্রভাবে হয়েছে তা নয়, সংগঠিত মানুষ অনেক ত্যাগ, বলিদানের মাধ্যমে তা অর্জন করেছে। বিভাজন শক্তির উৎসস্থল হয় না, শক্তির উৎস সংহতি, মানুষের সংহতি বৃহত্তর মানব ইতিহাস রচনা করে। ট্রেড ইউনিয়ন সেই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েই এগিয়ে চলে, লড়াই এগিয়ে চলে... জয় আসে, নিশ্চিত আসে।

'যদি না ছড়াও তুমি জাতিঘৃণা, বিভেদের বিষ,
জেনো, ২০২৬
তোমার সামনে হবো নতজানু জানাবো কুর্নিশ'

উত্তর-সম্পাদকীয়

সিকি শতাব্দী পেরিয়ে

বর্তমান শতাব্দীর সিকিভাগ পেরিয়ে এসে এক অভাবনীয় প্রযুক্তির হাত ধরে আমরা 'ডিজিটাল গ্রহ'-এর বাসিন্দা এখন; AI-এর অমিত সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে প্রতিদিনই পাল্টে যাচ্ছে আমাদের ভাবনার পরিসর। হয়তো সেই পরিসরে এখন জীবন মানে শুধুই যাপন, জীবনানন্দকে মনে রেখে বলা যায়: 'আমরা যাইনি মরে আজো তবু কেবলি দৃশ্যের জন্ম হয়।' চিন্তাশীলতা নয়, শুধু বিমূঢ় দর্শকের ভবিষ্যতই এখন আমাদের জন্য নির্দিষ্ট।

আমরা ভেসে চলি, কেবলই ভাসতে থাকি আর স্রোতে ভাসা কচুরিপানার মত ভেসে যেতে থাকে আমাদের ভাবনাগুলোও, অনির্দেশ্য-নিরবলম্ব সেই গতি। জীবন এখন চিরায়তের সন্ধানী নয়, নিছকই মৌহূর্তিক।

আমাদের চারপাশে ঘটে চলা কোন কিছুতেই তাই যেন কিছুই যায় আসে না আর, আমরা এখন খোলের ভেতর নিজেকে গুটিয়ে আনা শামুকের মত নিশ্চল।

দেশ-দুনিয়ার মানবতাবিরোধী, সভ্যতাবিরোধী, গণতন্ত্রবিরোধী সমস্ত হুহুঙ্কার, ভেদবুদ্ধির প্ররোচনা আমাদের তাড়িত করতে পারেনা। আমরা সব মেনে নিতে, মানিয়ে নিতে প্রস্তুত হয়ে গেছি যেন!

বিশ্বজুড়ে সাম্রাজ্যবাদের বর্বর সব অভিযান, দেশের মাটিতে তারই বশম্বদ শাসকদের নির্লজ্জ আস্ফালন আর রাজ্যের বুকে একের পর এক ঘটে চলা দুর্নীতি ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ঘটনাগুলি—সবই একই মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ। মানুষের অধিকারকে অবদমিত করে 'মেকি' লড়াইয়ে মাতিয়ে রেখে আসল লড়াই থেকে জনগণকে বিচ্ছিন্ন করার এই প্রচেষ্টা শাসকগোষ্ঠী তার লুণ্ঠনের পথকে প্রশস্ত করার স্বার্থেই ব্যবহার করে, সে কথা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু থমকে গেলে তো চলবে না, পথ কেটে এগিয়ে চলার নামই তো জীবন। তাকে খুঁজে নিতে হবে সমবেত প্রতিরোধে, প্রতিকূলতার যে-স্রোত আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে তার বিপরীতে সাঁতার কেটেই আমাদের এগিয়ে চলতে হবে। নানা অংশের মানুষের জোটবদ্ধ হওয়ার মধ্যেই লুকিয়ে আছে সেই সংগ্রামের বীজ। সচেতনতার জল-আলো-হাওয়ায় বিকশিত করতে হবে তাকে।

বিগত সময়কালে আমরা লক্ষ্য করেছি যে ন্যায্য দাবি দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে, শ্রমকোড সহ অন্যান্য জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে দেশের শ্রমিক কৃষক কর্মচারী সহ নানা পেশাজীবী মানুষ যৌথভাবে রাস্তায় নামছেন। গত ১২/০২/২০২৬ আমরা দেখেছি সারা দেশের সঙ্গে রাজ্যেও শিল্প-ধর্মঘট হয়েছে। এই সময়কালে আরও দেখেছি যে রাজ্য সরকারের বেতনভোগী কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের বকেয়া মহার্ঘ ভাতার দাবিতে যে-আন্দোলন, দেশের সর্বোচ্চ আদালতে তা মান্যতা পেয়েছে। যদিও তা রূপায়ণের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক স্তরে প্রয়োজনীয় সক্রিয়তা দৃশ্যমান নয়। দ্রুত শূন্যপদ পূরণ, অস্থায়ী চাকরির স্থায়ীকরণ সহ কর্মচারীরা সংগ্রাম-আন্দোলনের রাস্তাই বেছে নিয়েছেন এবং ১৩/০৩/২০২৬ রাজ্য জুড়ে 'ধর্মঘট'-এর ডাক দিয়েছেন। চলমান সংগ্রাম-আন্দোলনের পরিসর বিস্তারে কাঙ্ক্ষিত সংহতির ইকোসিস্টেম গড়ে তোলা আজ সর্বস্তরের গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ সাধারণ মানুষের কাছে 'চ্যালেঞ্জ'-এর বার্তা নিয়ে এসেছে।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নাগরিক হিসাবে সাধারণ নির্বাচনে মতদান এই চ্যালেঞ্জের একটি পর্যায়। জীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দায়িত্বশীল বিবেচনা বোধ প্রসূত সিদ্ধান্ত সেক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। পরিবার-পরিজন-বন্ধুবান্ধব সহ প্রত্যেকের এ বিষয়ে যথাযথ ভূমিকা পালন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। একইসঙ্গে দায়িত্বশীল কর্মচারী, আধিকারিক রূপেও নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে আমাদের সচেতন ও সচেষ্ট থাকতে হবে।

"Warm Wishes for The Continued Progress
and Success of the Association"

DEBASISH CHAKRABORTY

ADVOCATE
SILIGURI

With Best Wishes :

Samir Khan

সংগঠনের সালতামামি-২০২৫

কৃশানু দেব

একটা বছর পার করে এলাম। বলা ভালো আরোও একটা বছর। ক্যাডারের পরিচিতিসত্ত্বার গণ্ডির মধ্যেও যেমন বাইরের পরিসরেও তেমন নানা ঘাত-প্রতিঘাত, চোরাবাঁকের মুখোমুখি হতে হয়েছে এই সময়ে।

আমরা বছরটা শুরু করে ছিলাম আমাদের ১৯তম (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন সফলভাবে শেষ করার রেশ ধরে রেখে। যদিও সময়টা ছিল বেশ চ্যালেঞ্জিং কেননা সেই সময়ে অর্থাৎ ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ পর্যায়ে RO পদ থেকে SRO-II পদে পদোন্নতি এবং RI পদ থেকে RO পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে টালবাহানা বিদ্যমান ছিল, যা ক্যাডারের এই অংশের মানুষদের প্রবল উদ্বেগে রেখেছিল। শেষ পর্যন্ত নিজেদের দাবী ও বিশ্বাসে অটল থেকে ক্যাডার স্বার্থে আমরা সেই দাবী আদায়ে সমর্থ হই যার মধ্যে দিয়ে বিগত বছরের সময়কালের (৩১/১২/২০২৪) মধ্যেই সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা পদোন্নতি পেয়ে একাধারে আর্থিক ভাবে লাভবান হন এবং inter-se seniority র সুযোগ লাভ করেন।

এবারও সেই একই পরিস্থিতি ছিল। ২০২৫ এর মাঝের সময়পর্বে RO, SRO-II দের গ্রেডেশন লিষ্ট হালতক করার জন্য সমিতিগত ধারাবাহিক তৎপরতায় বিভাগীয় স্তরে সেই কাজ সম্পন্ন হয়। এরপরেই আমরা সংশ্লিষ্ট পদের অর্থাৎ RO এবং SRO-II পদের vacancy পূরণের জন্য দাবী জানাই। একইসঙ্গে WBLR Service এর Joint Director এবং Assistant Director পদের vacancy পূরণের জন্য eligible আধিকারিকদের পদোন্নতির জন্য উদ্যোগী হই। বিভাগীয় তৎপরতা থাকলেও বছর শেষে বিভাগীয় পদশূন্যতা পূরণ তো হয় নি। এর ফলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীরা seniority এর নিরিখে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তেমনই salary increment ও পরবর্তীতে pensionary benefits ক্ষেত্রেও আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, যেটা অপূরণীয়। সম্ভবতঃ সবথেকে বেশি ক্ষতি হয়েছে ২০১৪ ব্যাচের RO দের যাঁদের একাংশ পদোন্নতির মধ্যে দিয়ে ইতিমধ্যে SRO-II হওয়ার পর পুনরায় পদোন্নতি পেয়ে WBCS (Exe) হিসাবে কর্মরত। আমরা সমিতিগতভাবে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে চেষ্টা চালাচ্ছি যাতে এই অচলাবস্থা যত দ্রুত মেটানো যায়।

তবে আপনাদেরকে আরও একবার স্মরণ করাই যে ২০২১ এ WBLR Service এর প্রাথমিক Notification সামনে আসার পর থেকেই ক্যাডারের প্রতি দায়বদ্ধ সংগঠন হিসাবে আমরা কোনোরকম ধোঁয়াশা না রেখে শুধুমাত্র সচেতন করার উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের মনোভাব অকপটে আপনাদের কাছে নানাভাবে তুলে ধরেছি। এখানে এটা উল্লেখ না করলেই নয় যে ২০২৩ এ ৭৩৪টি পদ বিশিষ্ট WBLR Service গঠিত হলেও কার্যকরীভাবে ৭৩৪ জন এখনও WBLRS এ অবস্থান করছেন না। আজকে দাঁড়িয়ে WBLRS এর Joint Director এ প্রায় ৪৯টি পদ, Deputy Director এ প্রায় ৪৮টি পদ, Assistant Director এ প্রায় ২১টি পদ এবং SRO-II পর্যায়ে প্রায় ৯১টি পদ শূন্য রয়েছে। WBCS (Exe) এর promotee feeder হিসাবে SRO-II cadre এর জন্য ২০২৩ এবং ২০২৪ সালের নির্ধারিত পদ সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট নির্দেশিকার কথা আমরা এখনও জানতে পারিনি। WBSLRS Gr-1 হিসাবে কাজে যোগদানের উদ্দেশ্যে বিগত ২০২৫ সালে WBCS পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত প্রার্থীদের মধ্যে পঞ্চাশ জনের মতো প্রার্থীর police verification এবং medical test সম্পন্ন হয়েছে যাঁদের নিয়োগপত্র পর্যায়ক্রমে পাঠানোর উদ্যোগ বিভাগীয় স্তরে জারি আছে। সমিতিও এই বিষয়ে নজর রাখছে।

এখন নানা মহল থেকে WBLR Service এর restructuring এবং তার appointment / absorption Rule এর পরিমার্জনের বিষয়ে নানা কথা শোনা যাচ্ছে। আপনারাও হয়ত শুনেছেন। আমাদের কাছে এ সংক্রান্ত কোনো প্রামাণ্য তথ্য এখনও নেই। এটা অবশ্যই বলতে পারি সামগ্রিক ক্যাডার স্বার্থে যে কোনো ইতিবাচক পদক্ষেপকে আমরা স্বাগত জানাই।

এই পরিসরে রয়েছে নিয়মিত বদলির বিষয়টাও। বিভাগীয় বদলী নীতির কার্যকরীভাবে রূপায়ন না হওয়ার কারণে ক্যাডারের মানুষের সমস্যা বৃদ্ধি পায়। Compassionate ground এ কয়েকজন এর বদলি এখনও বকেয়া রয়েছে যা অত্যন্ত জরুরি। কিছু ক্ষেত্রে বিক্ষিপ্তভাবে প্রকাশিত বদলির আদেশনামা বিড়ম্বনা আরও বাড়িয়ে তোলে। এই বদলির বিষয়টা পদোন্নতির সঙ্গে অবশ্যই সম্পর্কযুক্ত। RO, SRO-II, Assistant Director, Deputy Director প্রতিটা স্তরেই মানুষ এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। তথ্য হিসাবে এটুকু উল্লেখ করতে চাই যে বিগত ২০২৫ সালের প্রথমার্ধে অর্থাৎ পুজোর আগে RI যারা পদোন্নতি পেয়ে RO হয়েছিলেন তাঁদের পোষ্টিং সহ ১৮১ জন RO, ২০৮ জন SRO-II, ১২৭ জন AD, ৬২ জন DD এবং ৭ জন JD বদলি হয় যার মধ্যে দিয়ে আমাদের সমিতির অনুগামী অনেকেরই চাহিদা মতো পোষ্টিং হয়েছে।

কোনো সন্দেহ নেই যে পরিকাঠামোগত ঘাটতির মধ্যে দিয়ে অপ্রতুল কর্মচারীদের নিয়ে ব্লক পর্যায়ে রিভাগীয় কাজ এবং অন্যান্য ন্যস্ত দায়িত্ব প্রতিপালন করতে হচ্ছে। শুধুমাত্র বিভাগীয় কর্মচারীরাই নয় পরিষেবা প্রাপক সাধারণ মানুষও এরফলে ভুক্তভোগী হচ্ছেন। এরসঙ্গে যুক্ত হচ্ছে বিভাগীয় কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মাধ্যমে কুৎসা ও অপপ্রচার।

এই প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমরা কর্তৃপক্ষের কাছে সুরাহা দাবি করে নিয়মিতভাবে persuasion চালাচ্ছি। কিছু ক্ষেত্রে সদর্থক ফল পাওয়া গেছে। তবে এই সব বিবিধ সমস্যার মোকাবিলা করতে হলে সবার আগে দরকার আমাদের চেতনার ঐক্য যা হবে দাবী আদায়ের অনুকূলে কাজের ঐক্য গড়ে তোলার প্রাথমিক পদক্ষেপ। অর্জিত অধিকার রক্ষা এবং ন্যায্য অধিকার আদায়ের প্রবহমান সংগ্রাম আন্দোলনের মূল স্রোতে মিলিত হয়েই কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছনো সম্ভব।

ক্যাডারের অন্তর্ভুক্ত মানুষদের বিবেচনার জন্য পুরো বিষয়টাই তাই আপনাদের কাছে উত্থাপন করলাম। আমাদের বিশ্বাস সংবিধান স্বীকৃত নাগরিক অধিকার রক্ষার অনুকূল ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার সচেতনতাই আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে।

শতবর্ষে সুকান্ত

সৌমিক চৌধুরী

"To write poetry after Auschwitz is barbaric"

জার্মান দার্শনিক থিওডোর আদর্নোর এই একটি মন্তব্য আধুনিক সাহিত্যতত্ত্বের ইতিহাসে সম্ভবত সবচেয়ে ভুল বোঝা অথচ অত্যন্ত গভীরভাবে নৈতিক একটি বাকা। এই মন্তব্যকে প্রায়শই কবিতাবিরোধী ঘোষণা হিসেবে পড়া হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি কোনো নিষেধাজ্ঞা নয়; বরং এটি আধুনিক সভ্যতার একটি আত্মসমালোচনামূলক মন্তব্য। আউশভিৎস আদর্নোর কাছে ইতিহাসের একটি বিচ্ছিন্ন বা অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। আউশভিৎসে গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল কোনো আবেগের বিস্ফোরণে নয়, বরং প্রশাসনিক শৃঙ্খলা, প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং যুক্তিসঙ্গত পরিকল্পনার মাধ্যমে। এই প্রেক্ষিতে কবিতার প্রশ্নটি নান্দনিকতার সীমা ছাড়িয়ে নৈতিকতার কেন্দ্রে এসে দাঁড়ায়। ঐতিহ্যগত ভাবে কবিতা যন্ত্রণাকে রূপ দেয়, আর রূপ দেওয়ার অর্থ হলো সীমা আরোপ করা, নিয়ন্ত্রণ করা, অর্থ প্রদান করা। কিন্তু আউশভিৎসের যন্ত্রণা এমন এক মাত্রার, যা কোনো অর্থপূর্ণ রূপে বন্দি করা যায় না। তাকে শিল্পে রূপান্তরিত করার মুহূর্তেই একটি বিপদ তৈরি হয় যন্ত্রণাকে সহনীয় করে তোলার, তাকে সৌন্দর্যের কাঠামোয় শোষিত করার বিপদ। আদর্নোর আপত্তি এই জায়গাতেই। আউশভিৎসের পর যদি কবিতা আগের মতোই নান্দনিক আনন্দ দেয়, তবে সেই আনন্দ নিজেই নৈতিকভাবে সন্দেহজনক হয়ে ওঠে।

আদর্নোর এই কথাটির (১৯৪৯) ঠিক ২ বছর আগে একজন ২১ বছর বয়সী মানুষ যার বেড়ে ওঠা যুগের সেই উদ্বেলিত সন্ধিক্ষণেই, লিখছেন—

হে মহাজীবন, আর এ কাব্য নয়
এবার কঠিন, কঠোর গদ্যে আনো,
পদ-লালিত্য-ঝংকার মুছে যাক
গদ্যের কড়া হাতুড়িকে আজ হানো।
প্রয়াজেন নেই কবিতার স্নিগ্ধতা-
কবিতা তামোয় দিলাম আজকে ছুটি,
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়ঃ
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানাকে রুটি।

কী অদ্ভুত ভাবে মিলে যাচ্ছে, তাই না? কোনো এক লেখায় একবার একটি বাক্য পেয়েছিলাম, ''বিক্ষুব্ধ সময় জন্ম দেয় দৃঢ় মানুষের''। সুকান্ত ভট্টাচার্য সেই বিক্ষুব্ধ সময়েরই ফসল। তাঁকে পড়তে বা বুঝতে গেলে সেই সময়কে একটু জানতে হবে।

সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্ম ১৯২৬ সালের ১৫ই আগষ্ট। ''মাতামহ সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্যের কালীঘাট অঞ্চলের ৪২ নং মহিম হালদার স্ট্রীটের বাড়ির দোতলার একটি ছোট্ট ঘরে। নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্যের দ্বিতীয়া স্ত্রী সুনীতি দেবীর দ্বিতীয় পুত্র সুকান্ত।'' 'সুকান্ত' নামকরণেরও একটু ইতিহাস আছে। বিশ দশকে বাংলাদেশের অত্যন্ত খ্যাতিমান সাহিত্যিক মনীন্দ্রলাল বসুর 'সুকান্ত' গল্পের নায়কের নামানুসারেই জ্যাঠতুতো দিদি রানী খুল্লতাত শিশুটির নাম রেখেছিলেন 'সুকান্ত'।

তখন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধশেষে ইওরোপের বহুদেশে ওলটপালট ঘটলো। যুদ্ধশেষে ভারতবর্ষের ক্রমবর্দ্ধমান

গণঅভ্যুত্থান সমসাময়িক পৃথিবীর বিক্ষুব্ধ আলোড়নের এক প্রতিচ্ছবি। অসহযোগ খিলাফৎ আন্দোলনে যা তুঙ্গসীমায় উপনীত হয়েছিল। দীর্ঘলালিত এক সামগ্রিক প্রচেষ্টার হঠাৎ যবনিকা ঘটলে তার নানা প্রতিক্রিয়া ঘটতে বাধ্য। চৌরীচৌরার এক তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে যখন উদ্বেলিত মানুষের সুদীর্ঘ লালিত সেই শোষণমুক্তির স্বপ্ন হঠাৎ ব্যর্থ হয়ে গেল তখন আশাভঙ্গের যন্ত্রণা নানা অন্ধকার পথে চালিত হলো। ধর্মীয় আবরণে হলেও স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, ''সংগ্রামই জীবন, সংগ্রামহীনতাই মৃত্যু।'' সে কথাই অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হলো অসহযোগের পরের বছরগুলোতে। গান্ধীজি কারারুদ্ধ হলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু হলো। চারিদিকে হাতাশা নেমে এলো। প্রচণ্ড সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায় যুবমনে সন্ত্রাসবাদ নতুন করে চাড়া দিলো। কংগ্রেসের শক্তি সভ্যসংখ্যার দিক দিয়ে অসম্ভব হ্রাস পেলো। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ সুকৌশলে এই সুযোগে একটা বিপ্লবী জনতাকে আত্মঘাতী কুৎসিৎ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় লিপ্ত করে দিলো। ঠিক এই সময়ই অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হলেও একটা আশার আলো দেখা দিলো। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রবাদের ঢেউ এদেশের মেহনতী মানুষের বুকেও আলোড়ন তুললো। এসবকিছুর ঠিক এক দশকের মধ্যেই বিশ্বজুড়ে দেখা দিলো পুঁজিবাদের চরম অর্থনৈতিক সঙ্কট, সাথে বিশ্বব্যাপী মন্দা। আর সেই সঙ্কট থেকেই প্রতিভূ হলো পুঁজিবাদের আরো ভয়াল চেহারা, শ্রমিকশ্রেণীর ঘাড়ে সব দায়িত্ব চাপিয়ে সে ঝুঁকে পড়ল অনিবার্য ফ্যাসিবাদের দিকে। উগ্র জাতীয়তাবাদের আড়ালে বিশ্বগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী লোলুপতা প্রকট হয়ে উঠলো। পদ্ধতিগতভাবে সকল মানবমুক্তিকামী শক্তিকে দমন করার কাজে জোর দেওয়া হলো।

রানীদিদি সুকান্তের বড় কাছের মানুষ ছিলেন। কিন্তু ৭-৮ বছর বয়সের মাথায় সুকান্ত হারান তাঁর এই প্রিয় রানীদিদিকে। ১৯৩৫ সালে সুকান্তর বাড়ির সকলে গেল সাঁওতাল পরগণার জসিডিতে হাওয়া বদল করতে। সুকান্তও গেলেন তাদের সঙ্গে। এখানেই জ্যাঠতুতো দাদা মনোজ ভট্টাচার্য আবিষ্কার করলেন সুকান্তর প্রথম কবিতা- সুকান্তর খাতার পাতায় লেখা।

রমা রাণী দুই বোন, পরীর মতন,
সবে বলে মেয়ে দুটি লক্ষ্মী কেমন।
দুই বোন রমা রাণী- সবে করে কানাকানি,
দুই বোন হবে ভালো, করিবে যে ঘর আলো, সীতার মতন।

এর কিছু বছরের মধ্যেই সুকান্তর মা মারা যান ক্যান্সারে। একের পর এক মৃত্যুর প্রভাবে তাঁর কবিতা হল জীবনের প্রতি এক অদ্ভুত হতাশায় আচ্ছন্ন। তথাপি, সুকান্ত রোম্যান্টিক ছিলেন। বন্ধুপ্রতিম জগন্নাথ চক্রবর্তী লিখেছেন (বাংলা তর্জমা),

''তাঁকে (সুকান্তকে) আমি বলতাম কোনো সংকোচ বা পূর্বনির্দেশ ছাড়াই, ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'লুসি' কবিতাগুলো পড়ে তার প্রতিক্রিয়া মুক্তভাবে লিখতে। ব্যাকরণগত কয়েকটি ত্রুটি বাদ দিলে তার লেখাগুলো ছিল অত্যন্ত ব্যক্তিগত ও সংবেদনশীল। আমি মজা পেতাম, এমনকি ঠাট্টাও করতাম, যখন বুঝতে পারতাম সে যেন নিজেই লুসির প্রেমিক হয়ে লিখছে—আর তার অত্যন্ত নিজস্ব অনুভূতি দিয়ে লুসির চরিত্রটি আঁকছে; আমার ধারণা, তার মনে কোথাও না কোথাও কোনো সত্যিকারের লুসির ছায়া লুকিয়ে ছিল। একদিন আমি তাকে বললাম, ওয়ার্ডসওয়ার্থ কিন্তু লুসি সম্পর্কে কোনো বিশদ বর্ণনা রেখে যাননি। তারপর তাকে বললাম, নিজের কল্পনামতো লুসির একটি কলমে আঁকা ছবি আঁকতে। সে খাতার একটি পাতা নিয়ে সত্যি সত্যিই আঁকতে শুরু করল-একটি কৃশকায় মেয়ের ছবি, পরনে শাড়ি। আমি হেসে বললাম, 'দেখো সুকান্ত, লুসি কোনো বাঙালি মেয়ে ছিল না, আর তোমার প্রেমপ্রার্থনায় তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ থাকার কথাও নয়।' সে খুবই দুর্বলভাবে প্রতিবাদ করলো-বললো,

লুসি তো একজন কবির প্রেমে সাড়া দিয়েছিল, আর সব কবিই তো একই গোত্রের"।

সুকান্তর এহেন রোম্যান্টিকতার পরিচয় আরও পাওয়া যায় তার অত্যন্ত কাছের বন্ধু, কবি অরুণাচল বসুকে লেখা তাঁর ''পত্রগুচ্ছ'' থেকে। সুকান্তকে নিয়ে লেখা একাধিক লেখায় পত্রগুচ্ছের খুব বেশী উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে কবি সুকান্তের কালানুক্রমিক স্তরবিকাশের ধারা বুঝতে গেলে পত্রগুচ্ছের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এই পত্রগুচ্ছেই সুকান্ত লিখছেন ''... হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতেই দেখি ভোর হচ্ছে আর সেই ভোরের আলোয় দেখলাম পার্শ্ববর্তিনীর মুখ। সেই নবপ্রভাতের পাণ্ডুর আলোয় মুখখানি অনির্বচনীয়। অপূর্ব সুন্দর মনে হল। কেঁপে উঠল বুক, যৌবনের পদধ্বনিতে। হঠাৎ দেখি ও চাইল আমার দিকে চোখ মেলে, তারপর পাশ ফিরে শুল। আর আমি যেন চোরের মত অপবাধী হয়ে পড়লাম ওব কাছে। লজ্জায় সেই থেকে আর কথা বলতে পারলাম না—আজ পর্যন্ত।' এর মধ্যেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হযে গিয়েছে। ১৯৪০ এর সেপ্টেম্বরে হিটলারের জার্মানী, ফ্যাসিস্ত ইতালি এবং সাম্রাজ্যবাদী জাপানের মধ্যে বিশ্বপ্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য এক চুক্তি হলো। ১৯৪১ এর মে মাসের মধ্যে ইওরোপ মহাদেশের প্রায় সব দেশই হিটলারের পদানত হলো। অবশেষে হিটলার ১৯৪১ এর ২২শে জুন আক্রমণ করলেন সোভিয়েত। এবং তারপরই শুরু হলো ফ্যাসিস্ট জার্মানির বিরুদ্ধে সোভিয়েতের ''পিপল'স ওয়ার''। ১৯৪১ সালের কংগ্রেসের বারদলি অধিবেশনে স্বীকার করে প্রস্তাব গৃহীত হলো। জওহরলাল নেহেরু ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে ঘোষণা করলেন, "The progressive forces of the world are now aligned with the group represented by Russia, Britain, America and China." এর আঁচ এসে পড়লো কলকাতাতেও। কলকাতায় তখন 'জনরক্ষা সমিতি' গঠন করে পাড়ায় পাড়ায় জনগণের সপক্ষে এবং ফ্যাসিবাদের বিপক্ষে পুরোদমে কাজ শুরু করে। তখন ছোটো বড়ো সকলের মুখেই ছিল ''জাপান এলে রুখতে হবে''—এই শ্লোগান। কেবল শ্লোগান নয়, এ নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় দল তৈরি হতে লাগলো। এমনই এক প্রেক্ষাপটে সুকান্ত অরুণাচল বসুকে লিখছেন,

''... ম্লানায়মান কলকাতার ক্রমন্তস্বমান স্পন্দনধ্বনি শুধু বারম্বার আগমনী ঘোষণা করছে আর মাঝে মাঝে আসন্ন শোকের ভয়ে ব্যথিত জননীর মত সাইরেন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। নগরীর বুঝি অকল্যাণ হবে। আর ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে কলকাতা, তবে নাটকটি হবে বিয়োগান্তক।

কিন্তু আজ রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করছে পৃথিবী কলকাতার দিকে চেয়ে, কখন কলকাতার অদূরে জাপানী বিমান দেখে আর্তনাদ করে উঠবে সাইরেন—সম্মুখে মৃত্যুকে দেখে, ধ্বংসকে দেখে। প্রতিটি মুহূর্ত এগিয়ে চলেছে এই বিপুল সম্ভাবনার দিকে। এক-একটি দিন যেন মহাকালের এক একটি পদক্ষেপ, আমার দিনগুলি রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে বাসরঘরের নববধূর মত একনতুন পরিচয়ের সামীপ্যে। ১৯৪২ সাল কলকাতার নতুন সজ্জাগ্রহণের এক অভূতপূর্ব মুহূর্ত। বাস্তবিক ভাবতে অবাক লাগে, আমার জন্ম-পরিচিত কলকাতা ধীরে-ধীরে তলিয়ে যাবে অপরিচয়ের গর্ভে, ধ্বংসের সমুদ্রে, তুমিও কি তা বিশ্বাস কর, অরুণ?''

চল্লিশের দশক বাংলা তথা ভারতবর্ষের এক যুগসন্ধির কাল। তখন একের পর এক সাংঘাতিক ঘটনা দ্রুত সংঘটিত হচ্ছিলো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং তার অনুষঙ্গ হিসবে প্রকট হলো মর্মান্তিক পঞ্চাশের মন্বন্তর। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নির্মম শোষণের এক শোচনীয় পরিণাম ভারতবর্ষে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের মর্মন্তুদ চিত্র বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর আনন্দমঠ উপন্যাসে অঙ্কিত করেছেন। কিন্তু তার চেয়েও ভয়াবহ হয়েছিল তেরশ পঞ্চাশের মন্বন্তর। এ সম্পর্কে সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর সম্পাদিত 'আকাল' কাব্যগ্রন্থের 'কথা-মুখ' এ লিখেছেন, ''তেরোশো পঞ্চাশ' সম্বন্ধে কোন বাঙালীকে কিছু বলতে যাওয়া অপচেষ্টা ছাড়া আর কী হতে পারে? কেন না তেরোশো

পঞ্চাশ কেবল ইতিহাসের একটা সাল নয়, নিজেই একটা স্বতন্ত্র ইতিহাস। সে-ইতিহাস একটা দেশ শ্মশান হ'য়ে যাওয়ার ইতিহাস, ঘরভাঙা গ্রামছাড়ার ইতিহাস, দোরে দোরে কান্না আর পথে পথে মৃত্যুর ইতিহাস, আমাদের অক্ষমতার ইতিহাস।"

সুকান্ত তখন জড়িয়ে পড়েছেন প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে। বাংলায় সেই সময় লেখক শিল্পীদের একটি সংগঠন ছিল, 'ফ্যাসি বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ', যার সদস্য ছিলেন, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রমথনাথ বিশী, হীরেন্দ্রনাথ মুখার্জি, গোপাল হালদার, সরোজ দত্ত, সজনীকান্ত দাস, নীহার রায়, বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। অচিরেই সুকান্তর লেখা ইনাদের সকলের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় হতে থাকলো। পূর্বোক্ত 'আকাল' এর প্রকাশক ছিল এই 'ফ্যাসি বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'। অন্যদিকে সুকান্ত তখন জনরক্ষা সমিতির বেলেঘাটা শাখার সদস্য। এই সমিতির কাজ ছিল খাদ্য আন্দোলন করা, কন্ট্রোল-এর দোকানে লাইন সাজানো, লাইনে যাতে কোনো অনুপ্রবেশ না ঘটে তা দেখা। খাদ্যের সারিতে দাঁড়ানোর ব্যবস্থায় সুকান্তও ছিলেন একজন স্বেচ্ছাসেবক। এর উল্লেখ আমরা পেতে পারি, ''রবীন্দ্রনাথের প্রতি" কবিতায় যেখানে তিনি লিখছেন, ''আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়"। চল্লিশের যুগেই কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে 'শিক্ষা-স্বাস্থ্য-সেবা স্বাধীনতা'র আদর্শে 'কিশোর বাহিনী' নামে কিশোরদের সংগঠন গড়ে উঠেছিল। সম্ভবত ১৯৪৩ সালেই সুকান্ত এই সংগঠনের দায়িত্বে আসে। ১৯৪৪ সালে দেখা যায় 'বাংলার কিশোর বাহিনী'র কেন্দ্রীয় অফিস ছিল ৮/২ ভবানী দত্ত লেন-এ। সুকান্ত সেখান থেকে 'কর্মসচিব' হিসেবে শাখা সংগঠনগুলোকে নেতৃত্ব দিতেন।

মেজবৌদিকে লেখা একটি চিঠিতে সুকান্ত স্পষ্ট করে লিখেছেন, *''আমি কবি বলে নির্জনতাপ্রিয় হবো, আমি কি সেই ধরনের কবি? আমি যে জনতার কবি হতে চাই, জনতা বাদ দিলে আমার চলবে কি করে? তাছাড়া কবির চেয়ে বড় কথা আমি কমিউনিস্ট, কমিউনিস্টদের কাজ কারবার সব জনতা নিয়েই।"* সুকান্তের জীবন, তাঁর কাব্যচর্চা তাঁর এই উক্তিকেই অক্ষরে অক্ষরে সত্য করে তুলেছিলো। ১৯৪৪ সালে সুকান্তের যে সব কবিতা রচিত হয়েছিল তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হলো—কৃষকের গান, এই নবান্নে, হে মহাজীবন, চিরদিনের, নিভৃত, আঠারো বছর বয়স প্রভৃতি। সুকান্ত নিজেও তখন আঠার বছর বয়সের যুবক।

এর কয়েকদিনের মধ্যেই বার্লিনের পতন হয়েছে এবং হিটলার আত্মহত্যা করেছেন। প্রাচ্য ভূখণ্ডে অবশ্য যুদ্ধ আরো কিছুদিন চলেছিলো। তাও শেষ হলো ১৯৪৫ সালের ২রা সেপ্টেম্বরে জাপানের আত্মসমর্পণের সঙ্গে। ভারতবর্ষও পেছনে রইলো না। অন্যান্য দেশের মত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের গণ-আন্দোলন আবার দুর্বার হয়ে ওঠে। ধর্মঘটের পর ধর্মঘট চলতে লাগলো। আজাদহিন্দ ফৌজের বন্দীদের মুক্তির দাবীতে, দেশের দীর্ঘ ও স্বল্পকালীন রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের বন্দী-মুক্তির দাবীতে কলকাতার ছাত্র-আন্দোলন তীব্রতা লাভ করে ১৯৪৫ সালের নভেম্বরে। রক্তাক্ত এই বিক্ষোভ প্রথম চরমাকার ধারণ করল ২১ শে নভেম্বর, ১৯৪৫। বর্তমান সুবোধ মুল্লিক স্কোয়ারের পাশে ধর্মতলার মোড়ে আজাদহিন্দ ফৌজের বন্দীদের মুক্তির দাবীতে বিরাট ছাত্র মিছিল পুলিশ আটকে দিলো। ছাত্ররা সিদ্ধান্ত নিলো অবস্থান ধর্মঘটের। সেই ইনকিলাবি জমায়েত ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ গুলি চালালো। পরদিন বিকেলে পুলিশী অবরোধ উঠল এবং তিনলক্ষ লোকের দৃপ্ত মিছিলে রক্তের বিনিময়ে জয়যাত্রা ঘোষিত হলো। এই বিক্ষোভ কেবল ছাত্র যুবকের মনে নয়, এই বিক্ষোভ দেখা দিল সাম্রাজ্যবাদী সৈন্য শিবিরেও। ১৯৪৬ সালে বিমান বাহিনীতে ধর্মঘট দেখা দিল। তারপর ফেব্রুয়ারি মাসে শুরু হলো ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম গৌরবোজ্জল ইতিহাস সৃষ্টিকারী নৌ-বিদ্রোহ। সেই বিদ্রোহের আঁচ ছড়িয়ে পড়লো সর্বত্র। রাজপথে বিদ্রোহী শ্রমিক, ছাত্র, জনতা মিলেমিশে

একাকার। 'জনতার কবি' সুকান্ত গণ-আন্দোলনের দর্শক ছিলেন না। তিনি ছিলেন এর অন্যতম শরিক। এক বিখ্যাত দার্শনিক লিখেছেন, "Philosophers have hitherto only interpreted the world in various ways; the point, however, is to change it." সুকান্ত এই বাক্যটিকে অনুশীলন করেছেন তাঁর রাজনৈতিক জীবনে এবং তাঁর কবি সত্ত্বায়। তিনি লিখছেন,

শুনেছ? শুনছ উদ্দাম কলরব?
নয়া ইতিহাস লিখছে ধর্মঘট:
রক্তে রক্তে আঁকা প্রচ্ছদপট।
প্রত্যহ যারা ঘৃণিত ও পদানত,
দেখ আজ তারা সবেগে সমুদ্যত;
তাদেরই দলের পেছনে আমিও আছি,
তাদেরই মধ্যে আমিও যে মরি-বাঁচি।
তাইতো চলেছি দিন-পঞ্জিকা লিখে-
বিদ্রোহ আজ! বিপ্লব চারিদিকে।।
(অনুভব)

সুকান্তর প্রায় সব বিখ্যাত কবিতাই এ সময়কার লেখা। খবর, ইউরোপের উদ্দেশ্যে, প্রস্তুত, অনুভব, বিক্ষোভ, ১লা মে-র কবিতা '৪৬, দিন বদলের পালা প্রভৃতি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র জনযুদ্ধ পত্রিকাটি আত্মপ্রকাশ করলো স্বাধীনতা নামে। এই পত্রিকার কিশোর বিভাগের দায়িত্ব পড়ে সুকান্তর ওপরে। তাঁর এই অভিজ্ঞতাই ফুটে উঠেছে ''খবর" কবিতায়।

শুধু খবর রাখো না কারো বিনিদ্র চোখ আর উৎকর্ণ কানের।
ঐ কম্পোজিটর কি কখনো চমকে ওঠে নিখুঁত যান্ত্রিকতার কোনো ফাঁকে?

ইতিমধ্যেই, ক্যাবিনেট মিশনের প্ল্যান অনুসারে ভারতে কনস্টিটিউইয়েন্ট এসেম্বলি গঠন হয়। বড়লাট জওহরলালকে অস্থায়ী সরকার গঠন করতে আমন্ত্রণ করলেন ১২ই আগস্ট। মুসলীম লীগও শেষ পর্যন্ত এই সরকারে যোগ দিল। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশভাগ করার জন্য তাদের দাবার ছক ঠিক করে ফেলেছিলো। অন্যদিকে একই সময়ে বন্দীমুক্তি আন্দোলন দুর্বার হয়ে উঠে। ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে ছাত্র-কর্মীদের এক বিরাট সভা হয়, সেখানে পড়া হলো সুকান্তের কবিতা 'জনতার মুখে ফোটে বিদ্যুৎবাণী':

ওরা বীর, ওরা আকাশে জাগাত ঝড়,
ওদের কাহিনী বিদেশীর খুনে গুলি, বন্দুক, বোমার আগুনে, আজো রোমাঞ্চকর।

পর পরই এল ২৯শে জুলাইযের সেই বিরাট বিক্ষোভের দিন। সারা ভারত ধর্মঘটী ডাক ও তার কর্মীদের সমর্থনে সর্বাত্মক সফল হরতাল। কিন্তু বৈপ্লবিক আন্দোলন যখন চরম সীমায় উন্নীত, ঘটনা যখন দ্রুত পরিণতির দিকে যাচ্ছে, তখন বাংলাদেশের বুকে, ভারতের ইতিহাসে নেমে এল ১৯৪৬ এর ১৬ই আগস্ট। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির চরম চক্রান্ত সার্থক হলো। ভাইয়ের বুকে ভাই প্রত্যক্ষ ছুরি মেরে চললো প্রত্যক্ষ দিবালোকে। সেই বীভৎসতম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চললো গোটা এক বছর ধরে। কংগ্রেস এবং মুসলীম লীগের নেতারা নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করলেন সেই দৃশ্য।

"সারি সারি বাড়ি সব
মনে হয় কবরের মতো।
মৃত মানুষের স্তূপ বুকে নিয়ে পড়ে আছে
চুপ করে সভয়ে নির্জনে।
মাঝে মাঝে শব্দ হয়:
মিলিটারী লরীর গর্জন
পথ বেয়ে ছুটে যায় বিদ্যুতের মতো
সদম্ভ আক্রোশে।"

ঘোর তিমির নেমে এলো সুকান্তের জীবনেও। দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকবার পর বারংবার ডাক্তারের পরামর্শ উপেক্ষা করে অকথ্য পরিশ্রমের ফলে শরীর স্বাস্থ্য একদম ভেঙে পড়লো সুকান্তর। বুকের সাথে সাথে পেটেও ছড়িয়ে পড়লো টিবি। ১৯৪৭ সালের ১লা এপ্রিল তাকে ভর্তি করা হয় যাদবপুর টিউবারকিউলোসিস হসপিটালে। হাসপাতালে আসার সাতদিন পরে বন্ধু অরুণকে সুকান্ত লিখেছিলেন, *"সাতদিন হয়ে গেল এখানে এসেছি। বড় একা-একা ঠেকছে এখানে। সারাদিন চুপচাপ কাটাতে হয়। বিকেলে কেউ এলে আনন্দে অধীর হয়ে পড়ি। মেজদা (রাখাল ভট্টাচার্য) নিয়মিত আসে, কিন্তু সুভাষ নিয়মিত আসে না। কাল মেজবৌদি-মাসিমাকে নিয়ে মেজদা এসেছিল। চলে যাবার পর মন বড় খারাপ হয়ে গেল। বাস্তবিক শ্যামবাজারের ঐ পরিবেশ ছেড়ে এসে রীতিমত কষ্ট পাচ্ছি। তুই-কি এখনো দাঙ্গার অবরোধের মধ্যে আছিস? না কলকাতায় যাতায়াত করতে পারছিস? যাই হোক, সুযোগ পেলেই আমার সঙ্গে দেখা করবি। দেখা করবার সময় বিকেল চারটে থেকে ছ'টা। শিয়ালদা দিয়ে ট্রেনে করে আসতে পারিস, কিংবা ৮এ বাসে। এখানে 'লেডী মেরী হার্বার্ট ব্লক' এক নম্বর বেডে আছি।"* সুকান্তর মৃত্যুর দিনটিও ছিল ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হানাহানিতে মত্ত, ফলে এই মহামরণকে কেন্দ্র করে কোন মিছিল করা সম্ভব হয়নি। কাশীমিত্তিরের শ্মশানঘাটে নীরবে এবং নিঃশব্দে অগ্নিতে উৎসর্গ করা হয়েছিল সংগ্রামী কবির প্রাণহীন দেহ।

সুকান্ত যখন শয্যাগত তখন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় সহ কিছুবন্ধু ও শুভার্থীরা সুকান্তের একটা কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৭ এর মধ্যে লেখা সুকান্তের সংগৃহীত কবিতা নিয়ে এই কাব্যগ্রন্থ। বই যখন প্রেসে যায় তখন সুকান্ত সেই ফাইল কপি দেখেছিলেন কিন্তু নামকরণ ঠিক করে উঠতে পারেননি। সুকান্তের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই প্রথম কবিতার নামে নাম রেখে সুকান্তের প্রথম কবিতার বই 'ছাড়পত্র' প্রকাশিত হল আষাঢ় ১৩৫৪। আরেকটা অদ্ভুত তথ্য—মনীন্দ্রলাল বসুর সুকান্ত গল্পের 'নায়কের'ও এই যক্ষ্মারোগেই মৃত্যু হয়েছিলো।

সুকান্ত ভট্টাচার্যকে স্মরন করা একটি দুরুহ ব্যাপার। তাকে নিয়ে দুই কলম লেখা সহজ, কিন্তু তার আগুনের তেজকে সহ্য করা অত্যন্ত কঠিন একটি কাজ। কারণ সুকান্তর সৃষ্টি আমার আপনার মধ্যে গেঁড়ে বসে থাকা শতাব্দিপ্রাচীন সুবিধাবাদ, শ্রেণীঔদাসীন্যকে সরাসরি কাঠগড়ায় নিয়ে এসে দাঁড় করায়; একটি ২০ বছরের কবির কিছু শব্দ আমাদের সকলকে বেআব্রু করে তোলে এই জগতের এক আদি অমোঘ প্রশ্নের সামনে। ল্যাংস্টন হিউজ একদা এই প্রশ্ন করেছিলেন, "Which side are you on! Which side are you on?"। একদিকে এই পৃথিবীর সংখ্যাগুরু শোষিত নিপীড়িত মানুষ, অন্যদিকে মুষ্টিমেয় যারা এই পৃথিবীর সকল জল জঙ্গল জমির ওপর নিজেদের কায়েমি সত্ত্বা আরোপ করতে তৎপর। আপনি কোনদিকে? সুকান্তর দিকে? নাকি সেইসব কিছুর দিকে যা সুকান্ত ঘৃণা করতেন? সুকান্তের জন্মশতবর্ষে এই প্রশ্ন বড় প্রাসঙ্গিক।

শ্রম-কোড—শ্রমজীবী মানুষের সমস্যা

প্রণবেশ পুরকাইত

বাবা সাহেব আম্বেদকর আমাদের দেশের সংবিধানের জনক হিসাবে সর্বাধিক পরিচিত। কিন্তু ভারতের শ্রমিক আন্দোলন ও শ্রমিক কল্যাণে তাঁর অবদান সম্পর্কে আমারা তুলনামুলক কম অবগত। বিগত শতকের বিশ ও ত্রিশের দশকে দেশজুড়ে যে উত্তাল শ্রমিক আন্দোলন ব্রিটিশ শাসনকে বিপর্যস্ত করেছিল, তার পুরোধা ব্যাক্তিত্ব ছিলেন আম্বেদকর। ১৯৪২ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে তিনি ছিলেন শ্রমিকদের প্রতিনিধি। তাঁরই উদ্যোগে এই সময়ে ভারতে শ্রমিক কল্যাণে প্রণীত হয় The Industrial Employment (Standing Order) Act, 1946, Industrial Dispute Act, 1947, E.S.I Act, 1948 ও Minimum Wage Act, 1948। সংশোধিত হয় Trade Union Act, 1926, Workmen Compensation Act, 1923, Payment of Wages Act, 1936। আলোচনার শুরুতে এই বিষয়টার অবতারণা এই উদ্দ্যেশ্য যে, শ্রম কোড চালু করতে গিয়ে সরকার তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে যে কথা বলছে তা কতটা যুক্তিগ্রাহ্য তা অনুধাবন করা। পরাধীনতার অনুভূতিকে উস্কে দিয়ে বলা হচ্ছে, উপনিবেশিক আইনের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে সমৃদ্ধ ভারত গড়ে তুলতেই এই শ্রম কোড প্রবর্তন। ঠিক যে, এই আইনগুলি বৃটিশ শাসনে প্রণীত হয়েছিল, কিন্তু এই আইনগুলিতে যে সুরক্ষা শ্রমিকদের জন্য ছিল তা কি নতুন আইনে বজায় থাকছে? থাকছে না। তাহলে কোন বাধ্যবাধকতা থেকে এই আইন?

১৯৪৮ সালে ঘোষিত হয়েছিল ভারতের প্রথম শিল্পনীতি। আর ১৯৫৬ সালে কংগ্রেসের আবাদি অধিবেশনে গৃহীত হয় শিল্পনির্ভর অর্থিনীতি গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত। ১৯৫৬ সালে আমাদের দেশে ঘোষিত হয় দ্বিতীয় শিল্পনীতি। এই শিল্পনীতিই আমাদের দেশের অর্থনীতির অভিমুখ নির্ধারণ করে দেয়। দেশে চালু হয় মিশ্র-অর্থনীতি।শুরু হয়,উৎপাদন ক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রের হাতে হাত ধরে চলা। কিন্তু এই অর্থনৈতিক উৎপাদন ও বিকাশে সরকারই ছিলো মূখ্য কান্ডারী। সরকারী উদ্যোগেই নির্মিত হয়েছিলো শিল্প উৎপাদনের ভিত্তি। কিন্তু নব্বই এর দশকে উদার নীতির বন্যা হাওয়ায় ভারতীয় অর্থনীতির অভিমূখ গেল বদলে। অর্থনৈতিক বিকাশে সরকারী ভূমিকা আর মুখ্য থাকল না। সরকারের ভূমিকা সহায়কের। তাই শুরু হল সরকারী ক্ষেত্রের বেসরকারীকরণ ও বিলগ্নীকরণ। উৎপাদনে আর সরকার বিনিয়োগ করবে না। উৎপাদন ক্ষেত্র পুরোপুরিভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়লো বেসরকারী ও বিদেশী পুঁজির উপর। UPA1 ও UPA 2 সরকারের সময় উদার অর্থনীতির বাস্তবতাকে মেনে নিলেও, বিশ্বায়নকে কিভাবে জনমুখী ও মানবিক করা যায় তার প্রয়াস ছিল।

কিন্তু ২০১৪ সালের পর সেই প্রয়াস পুরোপুরি অস্তমিত। এখন সরকার পরিচালিত কর্পোরেট পুঁজির দ্বারা। স্বাভাবিকভাবেই দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা এখন যেহেতু এই কর্পোরেট, বেসরকারী ও বিদেশী পুঁজির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত, সেইহেতু বেসরকারী ও বিদেশী পুঁজি র সহায়ক ও অনুকুল পরিবেশ তৈরী করতেই এখন সরকার ব্যস্ত। দেশের উন্নয়নের মাপকাঠি যখন দেশে বেসরকারী ও বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগের পরিমাণ, তখন সরকারকে এই পুঁজির কাছে মাথানত করতে হয়েছে। তাই, স্বাধীনতার পর থেকে সাধারণ মানুষের জন্য যে আর্থ-সামাজিক সুরক্ষা, আইনের মাধ্যমে সুসংঘবদ্ধ হয়েছে, সেগুলির সঙ্গেও সরকার আজ আপোষ করতে ব্যস্ত। এই বাধ্যবাধকতা থেকেই সরকারীভাবে ঘোষিত হয় Ease of Doing Business (EoDB) এর তত্ত্ব।

অর্থাৎ ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীদের স্বার্থে সরকার কি পদক্ষেপ নিতে পারে। মন্ত্রীসভা বসে জনস্বার্থে নতুন আইন করতে নয়, প্রচলিত আইনকে কতটা de-regularize করা যায় তা দেখার জন্য। আইন প্রণীত হয় শ্রমিকের স্বার্থে নয়, আইন প্রণীত হয় কর্পোরেট, বেসরকারী ও বিদেশী পুঁজির স্বার্থে।

দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির এই প্রেক্ষাপটেই নতুন শ্রম-কোডের অবতারণা। ২০১৯-২০ সালে যখন সমগ্র বিশ্ব তথা আমাদের দেশের আপামর জনগণ কভিড মোকাবিলায় বিপন্ন, তখন সংসদে উত্থাপিত হয় শ্রম-কোড বিল। সংসদে বিশেষ আলোচনা ছাড়াই দেশে প্রচলিত ২৯ টি শ্রম- আইনকে একত্রিত করে ৪ টি শ্রম-কোডের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ২০২০ সালেই রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করে (১) Code on WagesAct, 2019 (2) The Industrial Relations Code, 2020 (3) The Code on Social Security, 2020(4) The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020। আর ২০২৫ সালের নভেম্বরে এই কোডগুলি লাগু করার নোটিশ জারি হয়। সরকারিভাবে বলা হল, আর্থিক সমৃদ্ধি, আধুনিকিকরন ও অনুকুল শিল্প বান্ধব পরিবেশ তৈরী করতে এই শ্রম-কোড। এখানে বৃদ্ধী পাবে শ্রমিক শ্রেণীর সামজিক সুরক্ষা, বাড়বে শ্রমের মর্যাদা। মজুরী বাড়বে । নিশ্চিত হবে শ্রমিকের বেতন। কিন্তু সত্যি কি এই আইনগুলি শ্রমিক স্বার্থে নাকি এগুলো শুধুই বাস্তবতাহীন সরকারী ভাষ্য, শ্রম-স্বার্থ বিরোধী,—তা দেখে নিতে হবে শ্রম-কোডগুলীর অনুধাবনের মধ্যে দিয়ে।

Code on Wages Act, ২০১৯ চালু হয়েছে Payment of Ways Act, 1936, Minimum Wage Act, 1948, Payment of Bonus Act, 1965 ও Equal Remuneration Act, ১৯৭৬ এই ৪টি প্রচলিত আইনকে সংযুক্ত করে। বলা হচ্ছে এই এইনের মাধ্যমে সার্বজনীন ন্যূনতম মজুরী, সংগঠিত-অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের সময়মত মজুরী প্রদান ও সমকাজের জন্য সমান মজুরী নিশ্চিত হবে।

কিন্তু এখানে ন্যূনতম মজুরী কি হবে বা কিভাবে নির্ধারিত হবে, তার কোনো রূপরেখা নেই। এখানে Floor Wage এর তত্ত্ব আনা হয়েছে যা নির্ধারিত হয়েছে দিনে ১৭৮ টাকা। মুদ্রা-স্ফীতির বাজারে এই মজুরী অত্যন্ত কম এবং সে কারণে এই Wage কে "Starvation Wage" বলে আখ্যায়িত করা হয়েছ। তাছাড়া ন্যূনতম মজুরী না দেওয়া হলে যে শাস্তির ব্যবস্থা ছিল তাও এই আইনে তুলে দেওয়া হয়েছে। জরিমানা দিলেই নিয়োগকারির শাস্তি মুকুব। ন্যূনতম মজুরীর জন্য নজরদারীর ব্যবস্থাও এই আইনে নেই। ফলে এই আইন শ্রমিক স্বার্থে নয়, বরং তা মালিক পক্ষের সুবিধার জন্যই প্রণীত হয়েছে।

The Industrial Relations Code, ২০২০টি Trade Union Act, 1926, The Trade dispute Act, 1947 ও The Industrial Employment (standing Order) Act, ১৯৪৬ এর মত ৩টি গুরুত্বপূর্ণ আইনকে সংযুক্ত করে প্রণীত হয়েছে। এখানে "ease of doing business"এর তত্ত্বকেই মুখ্য করে দেখা হয়েছে। শ্রমিক স্বার্থ এখানে তীব্র ভাবে আক্রান্ত। দীর্ঘ লড়াই আন্দোলনের মাধ্যমে শ্রমিক সংগঠন করারযে অধিকার অর্জিত হয়েছে, তা প্রায় ধ্বংস করার ব্যবস্থা হয়েছে এখানে। ধর্মঘট করার অধিকার প্রশ্নের মুখে। অসংগঠিত শ্রমিকদের স্বার্থ সুরক্ষা করার কোনো দিশা এখানে নেই। তাছাড়া শিল্প বিরোধ আইন অনুয়ায়ী কোনো সংস্থায় ১০০ বা তার বেশি শ্রমিক কাজ করলে, ঐ সংস্থা লে-অফ, ক্লোজার ঘোষণা করার আগে সরকারের অনুমোদনের বিষয় ছিল। বর্তমান আইনে এই সংখ্যা বৃদ্ধি করে ৩০০ করা হয়েছে। ফলে বর্তমানে দেশের ৭০% কারখানার শ্রমিকরা সুরক্ষাহীন হয়ে পড়ল। অন্যদিকে ধর্মঘট করলে শ্রমিকের বেতন কাটা, ছাঁটাই ও জেল জরিমানা করারও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এই আইনে। ফলে শ্রমিক স্বার্থ সবথেকে বেশী আক্রান্ত এই কোডটিতে।

The Code on Social Security, ২০২০টিতে শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে E.S.I Act, 1948, The E.P.F. Act ১৯৫২ মতো ৯ টি প্রচলিত আইনেকে সংঘবদ্ধ করা হয়েছে। সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকদের পি. এফ., গ্র্যাচুইটি, বিমা প্রভৃতি সামজিক সুরক্ষার বিস্তারের অঙ্গীকার করা হয়েছে এই আইনে। চিকিৎসাজনিত সাহায্য, মাতৃত্বকালীন সুবিধা, দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপুরণ প্রভৃতি সুরক্ষার কথা এখানে বলা হয়েছে ঠিকই। কিন্তু এই সমস্ত ক্ষেত্রে নজরদারি, বা সচেতনতা বৃদ্ধি না হলে, এই সামজিক সুরক্ষা থেকে শ্রমিক শ্রেণী বঞ্চিতই থেকে যাবে। তাছাড়া অসংগঠিত শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে শ্রমিক সংগঠনের উপযোগিতাকেই যদি অস্বীকার করা হয়, তাহলে এই সুরক্ষা খাতায় কলমেই থেকে যাবে। বাস্তবে এর প্রতিফলন ঘটবে না।

ঠিক একই রকমভাবে The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, ২০২০টি তেও দেশে প্রচলিত The Factory Act, 1948, The Mines Act, ১৯৫২ প্রভৃতি ১৩ টি আইনকে এওকত্রিত করা হয়েছে। প্রচার করা হচ্ছে এই আইনের মাধ্যমে শ্রমিকদের কাজের উপযুক্ত পরিবেশ দেওয়া যাবে। শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, সুরক্ষার মান উন্নীত করা যাবে এবং সর্বস্তরের শিল্পক্ষেত্র সে যত ছোটোই হোকনা কেন, এই কোডের সুফল বিস্তৃত করা যাবে। এখানেও সেই প্রশ্ন থেকে যায়, ওয়ার্কিং কন্ডিশন উপযুক্ত করার উদ্যোগ কে নেবে বা মালিকপক্ষকে বাধ্য করবে কে। অর্থাৎ আইনের ধারা উপধারায় যা সুযোগ সুবিধার কথা বলা হচ্ছে, তা বাস্তবায়ন কে করবে তার দিশা এই শ্রম কোড দেখাতে ব্যর্থ। তাই এখানেও শ্রমিক স্বার্থ কতটা রক্ষিত হবে, সে প্রশ্ন থেকেই যায়।

সামগ্রিক ভাবে এই ৪টি শ্রম কোড শ্রমজীবি মানুষের প্রতি সরকারের যে দৃষ্টিভঙ্গী থাকা দরকার তার অভিমুখ বদলে গেছে। শ্রমজীবি মানুষের স্বার্থ উপেক্ষিত হয়েছে মালিক শ্রেনীর স্বার্থকে রক্ষা করতে গিয়ে। শ্রমজীবি মানুষের নিরাপত্তার থেকে নিরাপত্তাহীনতাই প্রকট হয়েছে। স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবে যেখানে রাষ্ট্রের উচিত ছিলো দুর্বল শ্রমশক্তিকে সহায়তা দেওয়া, সেখানে এই আইন সবলের হাত শক্ত করেছে।

শ্রমিক শ্রেণীর সুরক্ষার অন্যতম হাতিয়ার হল তার সংগঠন। মালিক পক্ষের শোষণ, বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াই, ন্যায্য অধিকার আদায় সম্ভব হয় সংগঠিত ও যৌথ প্রয়াসের মাধ্যমেই এবং সেখানে ট্রেড ইউনিয়নের ভুমিকাই মুখ্য। অধিকার আদায়ে শ্রমিক স্বার্থে যে দর কষাকষির প্রয়োজন থাকে তা সম্ভব ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমেই। কিন্তু এই আইন সেই যৌথ প্রয়াসের মুলেই আঘাত হানতে সচেষ্ট। সেই জন্যই এই আইনট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা হ্রাস করতে উদ্যত, ধর্মঘটের অধিকার ছিনিয়ে নিতে, কেড়ে নিতে চায়। ৮ ঘন্টা কাজের অধিকার বানচাল করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় এই আইনগুলিতে। অন্যদিকে মালিক পক্ষের অধিকার সুরক্ষিত ও বিস্তৃত হয়েছে। ৩০০ শ্রমিক নিযুক্ত কারখানাও মালিকপক্ষ নিজের মর্জি মত বন্ধ করে দিতে পারে সরকারের অনুমতি ছাড়াই। মালিক পক্ষকে কে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে চুক্তিভিত্তিক স্বল্প সময়ের শ্রমিক নিয়োগের। ফলে শ্রমিকের কাজের কোন নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা থাকবে না। তাছাড়া এই আইনে শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষার যে কথা বলা হচ্ছে তা বাস্তবায়নের কোন রূপরেখা নাই। ফলে সামাজিক সুরক্ষার যে অঙ্গীকার তা শুধু আইনের বইয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে বলেই আশঙ্কা করা যাচ্ছে।

সামগ্রিকভাবে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে যে অগণতান্ত্রিকতা, স্বৈরাচারিতার ঝোঁক পরিলক্ষিত, এই আইনগুলোতেও তার বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়। এত গুরুত্বপূর্ণ আইন, অথচ সংসদে বিশেষ আলোচনা ছাড়াই তা পাশ হয়ে গেছে। সংবিধান স্বীকৃত যে অধিকার সেই অধিকারগুলোকেও অস্বীকার করার প্রবণতা আছে এই আইনগুলিতে। তাই সংবিধান রক্ষা- সাংবিধানিক অধিকার রক্ষা তথা শ্রমিক শ্রেণীর অধিকার রক্ষার লড়াই আজ সময়ের দাবি হয়ে উঠেছে।

With Best Compliments from :

Radha Krishna Bhandar

SUBHASPALLY
SILILGURI

"May the Assciation Reach New Milestones and Achieve Greater Succes With Collection Effort & Dedication"

SANJAY AGARWAL

ADVOCATE
SILIGURI

Service Matter

Anjana Bhattacharya

Leave Part-II

To resume the discussion on leave and matters related thereto we start with a synopsis of the types of leave available to them :

The term "Leave" includes "earned leave", "half-pay leave", "commuted leave", "leave not due" and "extra-ordinary leave'' while "special kind of leave" includes "special disability-leave", "study leave", "quarantine leave", "maternity leave", "hospital leave", "special sick leave", "leave to survey parties", "special casual leave" to sportsman and to the delegates attending the conference annual meeting of the Employees Association and "casual leave.''

Leave type Rule	**Period of admissibility**	**Ground**	**Pay contidition**	**Remarks**
EarnedLeave Rule 169, WBSR - I	30 days per year; maximum credit 300 days Maximum earned leave that may be granted at a time is 120 days(exceptional case maximum limit	Private matters, medical grounds, travel etc.	Full pay, maximum 300 days leave encashment * allowed rule 1 76 (l)ofWBSR- 1	It's an accrued right, even upon resignation or dismissal, unless specific rules forfeit it. Recent judgments also clarify limits, like deriving a second encashment for re-employed government staff exceeding the 300-day cap. **State of Sikkim vs. Dr. Mool Raj Kotwal (2025)**
Half Pay Leave Rule 173 of WBSR-I	20 days in respect of each completed year of service	Private matters or on medical certificate	Half the pay admissiblee dearness and other allowances admissible as per orders issued by Goverment from time to time Rule 176(2) ibid.,	May be converted to fully paid leave if taken on medical certificate. May be taken-in advance. Converted to commuted leave for enchasment.
Commuted Leave	Not exceeding the no. of half pay leave is debited.	may be granted on medical certificatee; Study purpose in the interest of public service up to a maximum of 90 days.	Full Pay.	
Leave not Due	Maximum of 360 days during centire period of servce.	Medical gound based on medical certificate.	Half Pay	
Extraordinary Leave	Neo limte	When no other leave is admissible	No pay and allowances.	
Special Disability Leave Rule 195 & 196 of WBSR-I	A maximum period of 24 months for a particular instance.	When Government employee whether permannent or temporary, who is disabled by injury intentionally inflicted or caused in, or in	For first 120 days pay equal to leave salary while on earned leave and leave salary equal to that of Half Pay	Special kind of leave. May be combined with other types of leave. Such leave may be granted more than once if the disability is aggravated or reproduced in similar circumstances at a later date.

		consequence of, the due performance of his official better if prev. page duties or in consequence of his official position.	Leave for remaining days.	
Sundy Leave Rule 197 of WBSR-I	12 months at any one time and 24 months during service period.	to study scientific, technical or similar problems or to undergo instruction.	Unless otherwise decided by Government, is not debited against the leave account.	
Quarantine Leave Rules 198 of WBSR-I	Normally 21 days, in exceptional cases 30 days.	In consequence of the presence of an infectious disease, in the family of household of a Government employee at his place of duty, residence or sojourns, his attenedance at his office is considerd as hazardous to the health of other Government employees	Not debited against leave full pay.	Quarantine leave, subject to the maximum laid down in sub-rule (3) of Rule 198, may also be granted, when necessary, in continuation of other leave.
Maternity Leave Rule 199 of WBSR-I	Maximum 180 days 6 weeks for miscarriage and abortion.	Admissible to only female Govt. employees. A maximum of 180 days for childbirth and 6 weeks for miscarriage/ abortion.	Full pay	Ref. memo no. No. 1364-F(P) Dated: 15.02.2012 May be combined with any other type of leave.
Paternal Leave cum Childcare Leave	30 days	Only Male Govt. employee for taking care of upto two children upto 18 yeas of their age.	Full pay	Reference Memo no. 2301-F(P), Dated: 18.02.2016
Hospital Leave Rules 200-204 of WBSR-I	3 months in each period of 3 years	Specified members of subordinate services incurring injury or illness in course of offical duties.	Full pay, then Half pay.	Does not have general applicability.
Casual leave & Half Day Casual Leave Rules 207 of WBSR-I	14 days in every calendar year.	Private affairs and medical ground.	Full pay	May not be combined with other types of leave.

*Leave encashment is when an employer pays an employee a cash equivalent for their unused, accrued paid time off (like earned leave) instead of the employee taking the actual time off, providing financial benefit during employment or upon exit (resignation/retirement).

As is evident, an employee on sanctioned leave is entitled to pay as admissible. However, in case of unauthorized leave, Rule 26 of the WBSR Part I states that provided that an officer who is absent from duty without authority on any day or part of the day shall not be entitled to draw any pay or allowance for that day.

Each type of leave is permissible for a given maximum period. Rule 34(1) of WBSR Part I provides that "Unless the Governor, in view of the exceptional circumstances of the case, otherwise determines, no Government employee shall be granted leave of any kind for a continuous period exceeding five years."

Rule 34(2) of the WBSR Part I states that unless the authority competent to grant leave extends the leave, a Government employee who remains absent even after the expiry of leave previously granted is not entitled to any leave salary for the period of such absence and that period shall be debited against his leave account as though it were half-pay leave, to the extern such leave is due, the period in excess of such half-pay leave due being treated as extraordinary leave.

This brings us to the question - what is unauthorized leave?

Unauthorized Leave means any absence from the workplace without proper approval, or failure to report absences to higher authority or overstaying leave, in this context, it is seemly to refer to certain other authorities relating to unauthorized absence and the view expressed by this Court. In **State of Punjab v. Dr. P.L. Singla** the Court, dealing with unauthorized absence, has stated thus: -

"Unauthorised absence (or overstaying leave), is an act of indiscipline. Whenever there is an unauthorized absence by an employee, two courses are open to the employer. The first is to condone the unauthorized absence by accepting the explanation and sanctioning leave for the period of the unauthorized absence in which event the misconduct stood condoned. The second is to treat the unauthorized absence as a misconduct, hold an enquiry and impose a punishment for the misconduct,"

Key aspects related to unauthorized leave are as follows:

- Unauthorized absence constitutes misconduct and indiscipline if such absence is willful and not under compelling circumstances.

  Rule 34(2) of the WBSR Part I states "Willful absence from duty after expiry of the leave renders a Government employee liable to disciplinary action."
- If an employee cannot report due to reasons beyond their control, it is not considered willful misconduct.

  Regularizatiori of sendee due to unauthorized absence by granting leave within the ceiling as prescribed under Rule 34 of WBSR Part - I, comes within the domain of the concerned Administrative Department in terms of Finance department Memo No, 1885-F(P) dated 12.03.2012.

  The employee who has been on unauthorized leave, is required report back, explain the absence, and face potential disciplinary action under WBS (CCA) Rules, with the period often treated as *dies-non* (no work, no pay) or extraordinary leave (EOL) if all regular leave is already exhausted or insufficient to cover the period, depending on the explanation and authority's discretion.

  With this we conclude the discussion on matters related to leave while remembering that leave application must be duly submitted through WBIFMS modules before proceeding on leave except in exceptional cases. The joining report must also be submitted online. Hardcopies may be required to be submitted in terms of requirements of particular establishments.

With Best Compliments from :

BOROLI

RESORT & RESTAURANT

Gajoldoba, Jalpaiguri

Experience Tranquility & Cuisine

Ph : 918637833813, 919775873029, 918509996229

Now also open in Khudiram Pally, Siliguri

www.boroli.in

With Best Compliments from :

BOROLI RESORT

GAJOLDOBA, JALPAIGURI

সমিতিগত তৎপরতা

● ভূমি-আধিকারিকদের প্রোমোশান প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জটিলতা ও তজ্জনিত বঞ্চনা দূর করার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আর্জি জানিয়ে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষকে সাম্প্রতিক সময়ে যে-সব স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে, নীচে সেগুলি সকলের জ্ঞাতার্থে মুদ্রিত করা হল:-

Memo No.: 31/ALLO/2025 Date: 09/12/2025

To

The Additional Chief Secretary
&
Land Reforms Commissioner
Department of Land & Land Reforms and
Refugee Relief and Rehabilitation
Nabanna, 6th Floor. Howrah.

Re: Request for timely promotion of the Departmental Officers

Respected Sir,

With due respect, on behalf of our association, I would like to state that the DPC meeting for the promotion and absorption of departmental officers viz. Revenue Officers, Special Revenue Officers Gr-II, Deputy Directors, WBLRS along with the Revenue Inspectors, have been completed but the promotion orders are yet to publish. The eligible candidates are very much eager to accept the promotion.

In this context. I would like to inform you that if the promotion order of the Revenue Officers to the post of Special Revenue Officers, Gr-II and the same for the Revenue Inspectors to the post of Revenue Officers will not be published by 31 December 2025, those officers will not only loss financial benefits but also the same will affect then-seniority (inter-se) in the prospective service.

This may not be out of context to mention here that last year in 2024, the initiative of your good office gave effective results and the incumbent officers availed the opportunity of promotion by 31 December 2024. We are thankful for such initiative. We are expecting for such initiative this year, too.

Thus, on behalf of the fraternity, I hope you will be kind enough to consider the matter compassionately.

Thanking you,

Yours faithfully,
Sd/-
Krishanu Deb
General Secretary

Memo No.: 33/ALLO/2025 Date: 17/12/2025

To

The Additional Chief Secretary
&
Land Reforms Commissioner
Department of Land & Land Reforms and
Refugee Relief and Rehabilitation
Nabanna, 6th Floor. Howrah.

Sub: Inordinate delay in promotion of the officers of L&LR & RR&R Department namely the caders of RO, SRO-II, Dy. Directors.

Sir,

Learning from reliable sources that though the DPC meeting for promotion of the cadres were held, the issue of promotion of different cadres are kept pending for reasons beyond our comprehension.

Such delay, not only jeopardises career prospects of the eligible officers but also becomes an impediment to their inter-se seniority, in subsequent steps of career on the juncture of further promotion. The formation of WBLR Service, without absorbing the entire SRO II cadre into WBLR Service, has given rise to many other related problems, impounding the officers of this department into stagnation.

In a nutshell, on behalf of our association, I would like to draw your kind attention to the imbroglio that is prevailing.

The promotion of ROs to SRO-IIs cadre, even after completion of the DPC meeting, remains suspended for reasons known best to the authority. Time and again we urged that the promotion may please be ordered prior to 31 December 2025 otherwise, the eligible officers suffer a lot in terms of financial benefit as well as in the determination of their inter se seniority.

The promotion of SRO IIs, which reasonably should have been absorbed in the tier of Asst. Director of WBLR Service, remains unresolved, so far as its upliftment to Asst. Director tier is concerned. In spite of DPC meeting duly held, the matter is inordinately delayed, without any rhyme or reason.

From Dy. Director to Jt. Director, few eligible officers were considered in DPC meeting, which also needs to be filled up by way of promotion. Also, in this matter the reason of impediment is unfortunately incomprehensible.

Last but not the least, the Revenue Inspectors expected to be promoted to Revenue Officer, are waiting under such a stalemate which may be resolved by 31st December 2025 otherwise, the eligible candidates suffer a lot in terms of financial benefit as well as in the determination of their inter se seniority.

It goes without saying the adverse effect that is germinating in the front level offices due to acute shortage of officers of different cadres.

Moreover, any attempt to curb the promotional avenues by way of direct lateral

entry or propensity of curtailment of quota in upper tiers will be the last straw on the came's back.

Hence, on behalf of our association we urge and importune your good office to take urgent and necessary steps and save our souls'.

Our association seeks for an audience at an early date.

This is for your kind appraisal of the prevaling situation seeking immediate intervention.

Thanking you,

Yours faithfully,
Sd/-
Krishanu Deb
General Secretary

● মাথাভাঙ্গা বি.এল. অ্যান্ড এল. আর.ও (কোচবিহার) দপ্তরে সাম্প্রতিক হামলার প্রতিবাদ করে, উপযুক্ত প্রতিবিধানের জন্য কর্তৃপক্ষ-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিম্নলিখিত পত্রটি প্রেরণ করা হয়:-

Memo No.: 34/ALLO/2025 Date: 22/12/2025

To

The Additional Chief Secretary
&
Land Reforms Commissioner
Department of Land & Land Reforms and
Refugee Relief and Rehabilitation
Nabanna, 6th Floor. Howrah.

Subject: Condemnation and protest against the heinous attack on the officials of O/o BL&LRO, Mathabhanga-I under Coochbehar District by the sand mafia on 19/12/2025.

In terms of the above captioned subject and reference, I, on behalf of our association, strongly condemn the act of the debris of the society and demand justice.

Sir, we have come to know that on 19/12/2025, the BL&LRO, Mathabhanga-I, himself and his officials including the Revenue Inspectors have been fiercely attacked by the miscreants, while discharging official duty. It is learnt that one of those unfortunate officials is in utter serious condition due to such life threatening attempt. It is learnt that the incident has been registered at the local police station by the BL&LRO, Mathabhanga-I but the fate is unknown to us.

On behalf of the fraternity, we demand immediate and effective action from the part of respective authority to stop such type of hooliganism at any cost. Otherwise, under such circumstances, being the soft target of the lawlessness, it is hard for the barefoot officials to discharge their duty at front level offices.

Such type of attack will definitely terrorise and demoralise the entire fraternity to discharge their duties and ultimately the common people will be the end sufferers to

get the due service for which they are not at all responsible. This incident have a tremendous effect to the families and children of the officials, back home, too.

Thus, on behalf of our association, I would like to request your kind self to take exemplary and effective measures to save our souls and boost the morale of the entire fraternity of the officials working under you.

Thanking you,

Yours faithfully,
Sd/-
Krishanu Deb
General Secretary

Memo No.: 34/1/ALLO/2025 Date: 12/12/2025

1. The Director of Land Records & Survey, and Jt, LRC, West Bengal with a request to look into the matter.

Yours faithfully,
Sd/-
Krishanu Deb
General Secretary

● ভূমি দপ্তরের বিভিন্ন আধিকারিক পদের শূন্যপদ পূরণ-এর দাবী জানিয়ে তৎসহ আর.আই থেকে আর.ও পদে প্রোমশানের বিষয়টি ত্বরান্বিত করার দাবীতে সমিতি কর্তৃক নীচের প্রতিটি প্রদত্ত হয়েছে:-

Memo No.: 1/ALLO/2026 Date: 07/01/2026

To

The Additional Chief Secretary
&
Land Reforms Commissioner
Department of Land & Land Reforms and
Refugee Relief and Rehabilitation
Nabanna, 6th Floor. Howrah.

Sub : *Filling of vacancy in the post of the departmental cadress of the L&LR and RR&R Department*

Respected Sir.

In terms of the subject captioncd above. I would like to express our serious concern before your kind self.

Sir. we have seen that the endeavor of your good office to fill up the vacancies by way of promotion-absorption in the posts of Revenue Officer, SRO-II and in the posts of the WBLR Service by the year 2025 could not materialise. So far as our knowledge is concerned, the prevailing vacancy status for the posts of Joint Director, Deputy Director, Assistant Director, SRO-II and RO (from feeder post RI) are 49, 48, 21, 94 and 58 respectively as on the date. This huge vacancy is standing heavily in the way of dispensing of our citizen centric services.

On account of this unfortunate event, the cadres of Revenue Officers and Revenue Inspectors lost not only incremental benefit in due time but also their seniority. The Revenue Officers, who have joined in the year 2014, are perhaps, the worst affected batch of this situation. Most of this batch has got promotion to SRO-II, some of them are even promoted to the WBCS (Exe.) cadre, while the rest are still; designated as Revenue Officer.

On behalf of our association, I cannot but mention here that in the self-same situation at the end of 2024, the proactive role of your good office yielded the fruitful result and we are sincerely grateful for such an effort.

This time, we have no clue for such unwanted stalemate situation, and I, on behalf of our Association, would request you to lend your valuable time on an early date to discuss and express our concern on this stalemate situation.

Thanking you,

Yours faithfully,
Sd/-
Krishanu Deb
General Secretary

● সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত তিনটি মেমোরান্ডাম **(No. 661, 662, 663 dated 18.02.2026)** বিশেষতঃ **Memorandum 663-**'র **Point No. 5**-এর পরিপ্রেক্ষিতে **'carrer related benefit'** সম্পর্কিত বিষয়েও আমাদের **WBLR** সার্ভিসে উচ্চতর স্কেলে (লেভেল) পদবৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয়ে আমাদের সমিতির দাবি বিভাগীয় উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে নিম্নলিখিত পত্রের মাধ্যমে পেশ করা হয়েছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য এবিষয়ে আমাদের পেশ করা দাবী ৩রা জুন, ২০২৩-এ 'বিশেষ সাধারণ সভা'-র দাবী-প্রস্তাব ও পরবর্তীকালে ১৯তম রাজ্য-সম্মেলনে **Revenue Officer**-সহ সামগ্রিক ক্যাডারস্বার্থে গৃহীত দাবীর ভিত্তিতেই প্রণীত।

Memo No.: 04/ALLO/2026 Date: 23/02/2026

To

The Additional Chief Secretary
&
Land Reforms Commissioner
Department of Land & Land Reforms and
Refugee Relief and Rehabilitation
Nabanna, 6th Floor. Howrah.

Sub: Charter of.'demand For the oflleers belonging to die L&LR and RR&R Department, West Bengal.

Ref: 1) Memorandum No, 66l-R(P1)/FA/O)/2M/46/23 dated 18/02/2026
2) Memorandum No, 662-F (P1)/FA/O/ 2M/46/23 dated 18/02/2026
3) Memorandura No. 663-F(Pl)/FA/O/2M/46/23 dated 18l'l2/2026 of the Finance Department. West Bengal.

Our Ref: 1) Letter vide Memo No. 14/ALLO/2025. dated 30.05.2025 (copy enclosed)
(2) Letter vide Memo No. 22/ALLO/2024, dated 11.09.2024 (copy enclosed)

Respected Sir.

With due honour, on behalf of our association. I would like to express our deep concern again, upon the pertinent issues as raised before your kind self in earlier occasions.

With due permission. I would like lo recall here that due to the formation of the departmental service in fractional mode with some hindering rules, the upward mobility of the cadres from the post of WBSLRS Gr-I to the Joint Director is practically in jeopardized condition. As a result, till date, the vacancy in ihe WBLR Service is lying exposed in clear terms.

Even ihe existing promotional avenue for the SRO-II to avail the opportunity of promotion to the WBCS (Exe) cadre by way of filling up of 53% of the total vacant feeder post is also squeezed heavily. In spite of repeated reminders to the Public Service Commission. West Bengal and the P&AR Department. West Bengal, no SRO-II cadre has been promoted to the WBCS (Exe) cadre in ihe vacancy for the year 2023 and 2024, while, it has come to our knowledge that the other feeder cadres i.e. Jt. BDO and ACRO have availed their promotion 10 WBCS (Exe) lor the said vacancy in due time. This is an utter example ofdiscnminalion.

In view of ihe memorandum under reference above, we would like to state that the L&I..R and RR&R Department should take the opportunity of the prospects as to the upliftment of cadre through creation of posts in uppermost scale-level and should be looked into, in tune to our comprehensive demand (cited under "Our Ref'' above) of the cadres belonging to the lower levels.

We will welcome am upliftmcnt. without creating any hindrance to die existing avenues and prospects of the base cadre.

Hence, on behalf of our association, i would like to reiterate key points of our demand as follows:

1. Merger of total sanctioned strength of WBSLRS Gradc-l (i.e. 1585 posts of Revenue Officer) with total sanctioned strength of Special Revenue Officer Grade-II (i.e. 347 posts of SRO-II) to form a single feeder cadre with the nomenclature "Special Revenue Officer Grade-II" with pre-revised pay scale no. 15 and then increase of the post of WBLRS by absorbing 383 posts from this (1585+347)1932 feeder SRO-II posts.

By virtue of this, the pay scale of erstwhile RO (with pre-reviscd scale no. 14) will be

raised to the highest pay scale of the officers recruited through WBCS (Exe.) etc Examination in C group posts (pre-revised scale no. 15) and subsequently. SRO II will be recruited through the WBCS (Exe.) etc Examination, as per existing rules, by PSC W. B.

2. Instead of WBSLRS Gr-I. the nomenclature of total number of cadre will also be changed to SRO-II. Thus, the sanctioned strength of SRO-II (1932-3 83 =1549) will be enough for promotion to the feeder post of WBCS (Exe) and there will be no question of curtailment of existing quota of feeder posts (53% of total feeder posts) to WBCS (Exe) posts to prevent stagnancy.

Hence, the existing facilities of any other services recruited by the PSC.W.B. through the WBCS (Exe) etc. Examination will not be disturbed.

Finally,, a total number of 1117 posts (734-383) in WBLR Service will he created which is very much required for regular upliftment of the base cadre and there will be no stagnancy. So, the excess no of cadres i.e. (1117-734 = 383) will have to be taken from Cadre slrength of SRO-II.

3. Incorporation of functional posts in the Pay Level 21 (Pre-revised Pay SealeNo.19) and in the Pay Level 22 (Pre-revised Pay Scale No. 20) in the higher tire of WBLRS to give appropriate shape and recognition of true Constituted State Service.

Before the formation of WBLR Service, we had the total strength of SRO-II and SRO-I us 869 and 215 respectively. Considering these two figures, the total slrength of SRO-II and SRO-I in combined capacity is (869+215)1084. Now. in the ratio of 6:3:1 the strength of cadre is deduced as 650:325:109 (rounded off).

The structure of the cadre with designation re-casted as follows:

Sl. No.	Designation	Pay Level	No of Posts	Remakrs
l.	Assistant Director	16	650	For Sl No. 1 to 3 the ration is 6:3:1 in terms of norms of State Constituted Service
2.	Dy. Director @Ex-Officio Dy. Secretary	17	325	
3.	Jt. Director @ Ex-officio Sr. Dy. Secretary	19	109	
4.	Addl. Director @Ex-Officio Jt. Secretary	21	22	20% of 109 (Round off)
5.	Addl. Director @ Ex-Offcio Special Secretary	22	11	10% of 109 (Round off)
	Total		1117	

4. Killing up of all the existing vacancy in the post of Deputy Director and Joint Director which are vacant even after complelion of almost three years of inception of WBLRS due to non-fulfilment of eligibility period of 5 years in the immediate lower scales by lowering the eligibility period from 5 years lo 3 years.

5. As good number of WRCS (Exe) cadres serves this department, particularly, in top most posts, and is not served by WBLRS. exclusively, hence, the retention of SRO-II of this department as feeder to WBCS (Exe) is an absolute sine qua non for this cadre.

Our demand has been borne out of empirical, analytical and scientific analysis, to serve the department as well as the people of the state, ensuring minimum cost to the exchequer.

Thus, I. on behalf of our association, would request you to take all necessary measures to resolve the above issues and lend your valuable time at an early date to discuss and express our concern upon the prevailing situation.

Thanking you.

Yours faithfully.
Krishanu Deb
General Secretary

Best Compliments from

Rai Cosmetics

ALL KINDS OF COSMETICS ITEMS ARE AVAILABLE HERE

I, BLOCK, BAGHAJATN
KOLKATA

With Best Compliments from :

Shikha Residency

Where every gust feels at home

Maynaguri, Mal Road

ROOM TARIF

Single Room :
Rs. 1500 + GST / Night

Family Suite :
Rs. 2800 + GST / Night

FACILITIES

Free Wi-Fi
24/7 Room Service
Air-Conditioned Rooms
Hot & Cold Water
Complimentary Breakfast
Ph : +91 93392 74733

www.shikharesidency.com

With Best Compliments from :

BHOGAL MATERIALS

Contractor & General Order Supplier
All Type of Stone Chips, Aggregate and Construction Materials

21/2HO, Chamurchi Bazar
Chamurchi, Jalpaiguri-735207

- High-Quality Materials
- Suitable for Construction, Landscaping & Interiors
- All Size of Aggregate Available
- Trusted Supplier with Years of Experience
- Competitive Princing
- Dedicated Support

9733160208 / 7602809716
indrajeetsinghbhogal@gmail.com

স্মরণ

বিগত সময়কালে আমরা হারিয়েছি আলো সমিতির গঠনপর্বে বীরভূম জেলার প্রথম জেলা সম্পাদক এবং একজন অগ্রণী সংগঠক **সুজিত মুখার্জি**-কে।

বিগত সময়কালে আমরা হারিয়েছি বাঁকুড়া জেলায় ভূমি অধিগ্রহণ বিভাগে কর্মরত ডেপুটি ডিরেক্টর পদমর্যাদার আধিকারিক **দেবব্রত ভবাই**-কে।

বিগত সময়কালে প্রয়াত হয়েছেন প্রখ্যাত চলচ্চিত্র নির্দেশক **রব রেইনার,**

লেখক —**মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় (শঙ্কর), বিনোদ কুমার শুক্লা, এরিক ফন দানিকেন,**

ক্রিকেটার—**রবিন স্মিথ**

সাংবাদিক—**জ্যোতির্ময় দত্ত, মার্ক টুলি, নারায়ণ দত্ত**

ভাস্কর—**রাম ভানজি সুতার**

অভিনেতা—**কল্যাণ চ্যাটার্জি, শ্রাবণী বণিক, অমল চৌধুরী, জয় ব্যানার্জী**

অর্থনীতিবিদ—**মাইকেল প্যারেন্টি, স্টুয়ার্ট অল্টম্যান**

সমাজতত্ত্ববিদ—**আন্দ্রে বেতেই**

মহারাষ্ট্রের উপ মুখ্যমন্ত্রী **অজিত পাওয়ার,** প্রাক্তন সাংসদ **শিবরাজ পাটিল, সুরেশ কালমাদি, মুকুল রায়,** মানবাধিকার কর্মী **রেভ জেস জ্যাকসন,** অ্যানা ফ্রাঙ্কের বোন (step sister) হলোকাস্ট এর সাক্ষী **ঈভা স্কোলেস**।

এছাড়া সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষে, সাম্রাজ্যবাদী হামলায়, সন্ত্রাসবাদী নাশকতায় প্রাণ হারিয়েছেন অসংখ্য নিরীহ মানুষ।

কলকাতার উপকণ্ঠে নাজিরাবাদে কর্মক্ষেত্রে অগ্নিকাণ্ডে নিহত শ্রমিক এবং SIR এর আবহে মৃত্যুবরণকারী মানুষ সহ প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও অন্যান্য দুর্ঘটনায় অকালে মৃত্যুবরণ করেছেন বহু মানুষ।

স্বজন হারানোর ব্যথা নিয়ে বিনম্র চিত্তে স্মরণ করছি প্রয়াতদের।

With Best Compliments From:

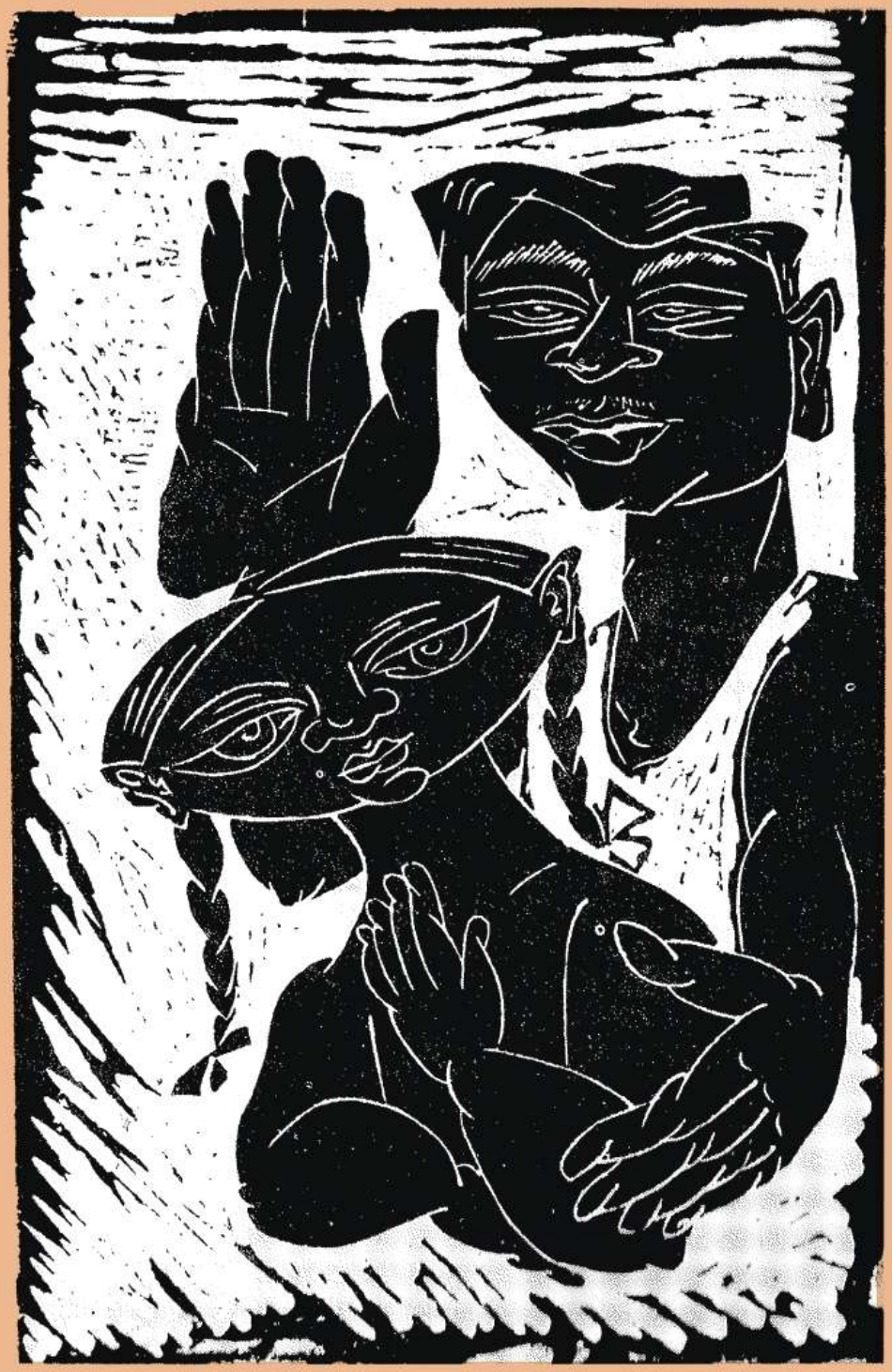

এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি-
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার
অবশেষে সব কাজ সেরে,
আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে
করে যাব আশীর্বাদ
তারপর হব ইতিহাস (ছাড়পত্র)

সম্পাদক ঃ অম্লান দে
এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যাণ্ড এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস অফিসার্স, ওয়েস্ট বেঙ্গল
- এর পক্ষে সাধারণ সম্পাদক কৃশানু দেব কর্তৃক প্রকাশিত
মুদ্রণে ঃ ভোলানাথ রায়, মোঃ ৯৮৩১১৬৮৬০৯